১

অর্থনৈতিক বিকাশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় পরিতৃপ্তি ও মানব উন্নয়ন

[Economic Growth, Economic Development, National Happiness, and Human Development]

১.১ অর্থনৈতিক বিকাশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মোট জাতীয় পরিতৃপ্তির ধারণাসমূহ (Concepts of Economic Growth, Economic Development and Gross National Happiness)

অধিকাংশ সময়ে আর্থিক প্রগতি বা বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এই ধারণা দুটির দ্যোতনা বা তাৎপর্য অভিন্ন নয়। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশকে সমার্থক বলে মনে করা হত। গতানুগতিক এই ধারণাটির অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন নোবেল পুরস্কারজয়ী অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস। লুইসের মতে, "আমাদের মুখ্য বিষয় হল প্রগতি, বণ্টন নয়"। ১৯৬০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে গতানুগতিক এই চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমানে সকলেই একমত যে ধারণা দুটি স্বতন্ত্র। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক বিকাশের তুলনায় ব্যাপকতর।

অর্থনৈতিক বিকাশ কী : প্রতিটি অর্থব্যবস্থার—ধনী-দরিদ্র—লক্ষ্য হল উৎপাদন সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটানো বা অর্থনৈতিক প্রগতির হার দ্রুততর করা। আর্থিক বিকাশ জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপন্নের বৃদ্ধির সমার্থক। আবার, মোট জাতীয় উৎপাদনকে আর্থিক বিকাশ পরিমাপের মাপকাঠি না ধরে মাথাপিছু উৎপাদন বা আয়কে আরও যুক্তিসংগত মাপকাঠি বলে মনে করা হয়। একটি দেশের প্রগতির পরিমাপে সম্পদ বৃদ্ধির ধারণাটি ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত সম্পদ টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশিত হলে মোট জাতীয় উৎপন্নের হিসাব পাওয়া যায়। এখন মোট জাতীয় উৎপন্ন বা গড়পড়তা আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটে বলে মনে করা হয়। মোট কথা, অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটলে জীবনযাত্রার গড়পড়তা মানে উন্নতি ঘটে। গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতেই বিশ্ব ব্যাংক বিভিন্ন দেশের অনুন্নতি বা উন্নতির স্তর পরিমাপ করে থাকে। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি, সেই দেশ তত উন্নত। মোট কথা, জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয়ের দীর্ঘকাল যাবৎ ঊর্ধ্বগতিই হল আর্থিক বিকাশ। আর্থিক বিকাশের ফলেই জনসাধারণের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন ঘটে এবং দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাস পায়।

প্রশ্ন হল : ক্রমবর্ধমান গড় আয়ের বৃদ্ধি কি অগ্রগতি বা বিকাশের সঠিক নির্দেশক? উন্নয়নের অর্থনীতিবিদরা মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিকেই জীবনযাত্রার মানের নির্দেশক বলে মনে করেন না। আর্থিক বিকাশের উক্ত সংজ্ঞায় মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি আর্থিক বিকাশের মাপকাঠি হলেও ওই বিকাশের সুবিধাপ্রাপক কারা তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, আর্থিক বিকাশের এই সংজ্ঞায় দারিদ্র্য এবং আয় বণ্টনের সমস্যা উপেক্ষিত থাকে। পৃথিবীতে এমন কিছু দেশ আছে যাদের মাথাপিছু আয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও জনসমষ্টির একটি মোটা অংশ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়। তাই 'আয়' (জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয়) নিতান্তই একটি স্থূল সূচক। এই যুক্তিতে অর্থনৈতিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমার্থক বলে মনে করা হয় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাকে বলে : ১৯৭০-এর দশকে অর্থনীতিবিদরা দারিদ্র্য দূরীকরণ, আয় বৈষম্যের হ্রাস ও বেকারত্বের অপসারণ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দেন—মাথাপিছু আয়ের আলোকে নয়। মাথাপিছু আয় হল *পরিমাণগত উপাদান*। এই ধারণাটির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে অধ্যাপক কিন্ডলবার্জার (C. P. Kindleberger) একটি ব্যক্তিবিশেষের অগ্রগতির সাথে সাদৃশ্য টেনেছেন : আর্থিক বিকাশ উচ্চতা বা ওজন পরিমাপের দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রিয়ামূলক ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি *গুণগত উপাদান*।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন এক বহুমুখী প্রক্রিয়া যার ফলে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে এবং আর্থিক বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটে। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি তথা আর্থিক বিকাশকে বোঝায় না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে আর্থিক 'বিকাশের সঙ্গে পরিবর্তনকে' ('growth plus change') বোঝায়। পরিবর্তন বলতে সেই সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য পরিবর্তনকে বোঝায় যার ফলে কালান্তরের সঙ্গে সমাজ ও অর্থব্যবস্থাও রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরের ফলেই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় সম্প্রসারিত হয়—যার প্রতিবিম্বন ঘটে জীবনযাত্রার মানে বা আরও স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে।

মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলেই যে জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটবে, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। উন্নয়নের পথে অগ্রগতির অর্থ অবশ্যই একমাত্র গড় আয়ের বৃদ্ধি নয়। অগ্রগতি বলতে জীবনযাত্রার মানের উন্নতিকেও বোঝানো উচিত। আর্থিক প্রসার তথা গড় আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু গড় আয় বৃদ্ধিই চরম লক্ষ্য নয়; অন্যান্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়মাত্র। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি অধিকাংশ সময়েই প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ে ওঠে বলে স্বল্প আয়, নিরক্ষরতা, দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, অপুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ, অতিমাত্রায় নগরায়ন ও জনাকীর্ণতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে ওঠা বস্তিজীবন ইত্যাদি সামাজিক ব্যয়ের দিকটি অধিকাংশ অনুন্নত দেশে উপেক্ষিত থাকে। আবার, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে মাথাপিছু আয়ের বিপুল বৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও অপুষ্টি আনাহারে মানুষ মারা যাওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। আর আছে প্রত্যাশিত স্বল্প গড় আয়, গণনিরক্ষরতার মতো সমস্যা।

শুধু তাই নয়, প্রগতি পরিমাপে মানুষের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য, পুষ্টিকর খাদ্যের লভ্যতা, চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সেবনের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করে একটি দেশের উন্নয়নের স্তর নির্ধারণ করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই সংজ্ঞায় উন্নয়ন চলকের সম্প্রসারণই যথেষ্ট নয়, উন্নয়ন চলকের গুণগত মানের উন্নতির বিষয়টিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণায় জড়িত। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা অনেক বেশি ব্যাপক।

জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোনও দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো, জাতীয় প্রতিষ্ঠান, লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকতেই পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিকে আমরা 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতিরেকেই অর্থনৈতিক বিকাশ' ('growth without development') বলে থাকি। অন্যদিকে, 'আর্থিক বিকাশ ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন' ('development without growth') সম্ভবপর নয়। দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারত্বের হ্রাস প্রভৃতি লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে হলে জাতীয় আয়ের ন্যূনতম বৃদ্ধিটুকু হওয়া চাই-ই। অমর্ত্য সেন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে স্বাধীনতা বৃদ্ধির উপায় বলে মনে করেন। তাঁর মতে, "উন্নয়নের লক্ষ্য স্বাধীনতাহীনতার প্রধান উৎসগুলিকে নির্মূল করা।"

আবার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তাধারায় এখন বলা হচ্ছে যে উন্নয়ন যেন পরিবেশকে বিপন্ন না করে। পরিবেশকে বিপন্ন না করে বা পরিবেশকে সংরক্ষণ করে উন্নয়নের সুফলটুকু পৌঁছে দিতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে; দেখতে হবে উন্নয়নের ফলে যেন পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না হয়। উন্নয়নের ফলে পরিবেশ বিপন্ন হলে তা পরিণামে সমাজের আয় ও সম্পদের স্তরকে নামিয়ে দেবে এবং পরিণামে অর্থাৎ দীর্ঘকালে জীবমণ্ডলে প্রতিটি জীবের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গির—স্বাধীনতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি—কথা বলেছেন। জনসাধারণের স্বত্বাধিকার ও সক্ষমতার বিকাশই হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে মানুষের 'স্বত্বাধিকার' (entitlement) এবং সেই স্বত্বাধিকার থেকে পাওয়া মানুষের ক্ষমতা বা এককথায় 'সক্ষমতাকেই' বোঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে স্বাধীনতার প্রসার বলে মনে করা যেতে পারে। এই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাধীনতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আরও এক ধাপ এগিয়ে অমর্ত্য সেন স্বাধীনতা বৃদ্ধির বাহন হিসাবেই উন্নয়নকে যেমন দেখতে চান তেমনি এই স্বাধীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে তিনি সামাজিক ন্যায়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী। শিশুদের অপুষ্টি এবং অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, মৌলিক শিক্ষার অপ্রতুলতা তথা অলভ্যতা বা ন্যূনতম স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থার অপর্যাপ্তির মতো বাস্তব ঘটনাবলিই বলে দেয় সমাজের এক বিশালসংখ্যক মানুষ কীভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত। পক্ষান্তরে, সমাজের উচ্চবর্গীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা এগুলির যথেচ্ছ সুবিধা ভোগ করে থাকে—কার্যত এঁদের চাপেই নিম্নবর্গীয় মানুষেরা সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। এই ধরনের সামাজিক বঞ্চনার নাম হল 'বহিষ্কারক উন্নয়ন' (exclusive development) বা 'বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত উন্নয়ন'। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল 'অন্তর্ভুক্তিকর উন্নয়ন' (inclusive development) বা 'বিস্তৃত' বা 'সর্বব্যাপী' উন্নয়ন, যার সুফল দেশের আপামর জনগণ সমানভাবে ভোগ করতে সক্ষম হবে। মোট কথা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন স্বাধীনতার বিস্তার ঘটায় তেমনি তা যেন সামাজিক ন্যায়বিচার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সেটাও দেখা আবশ্যক।

অমর্ত্য সেনের কথায়, "উন্নয়নের লক্ষ্য স্বাধীনতার প্রধান উৎসগুলিকে নির্মূল করা—দারিদ্র্য ও অত্যাচার, অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব, নিয়মিতভাবে সামাজিকস্তরে বঞ্চনা, জনসাধারণের কল্যাণের উপেক্ষা, অসহিষ্ণুতা বা রাষ্ট্রের উদ্ধত কার্যকলাপ। অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির পরেও আজকের জগতে অসংখ্য মানুষ—সম্ভবত অধিকাংশ মানুষই—মৌলিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। কখনও এই ঘাটতির কারণ হয় অর্থনৈতিক দারিদ্র্য যার দ্বারা মানুষ ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম হয়, বা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না বা মারাত্মক অসুখের চিকিৎসার সুযোগ পায় না। বিশুদ্ধ পানীয় জল বা স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থার সুযোগ পায় না।" মোট কথা, মোট জাতীয় উৎপাদন বা মাথাপিছু উৎপাদন অথবা চমকপ্রদ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও শিল্পায়ন, এমনকি মানব উন্নয়ন সূচকও (Human Development Index বা HDI) অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে অক্ষম।

মোট জাতীয় পরিতৃপ্তি কি : অর্থনীতির চিন্তাধারায় 'নতুন' ধ্যান-ধারণার প্রসার হওয়ার ফলে 'সম্পদের' পরিবর্তে 'সামাজিক কল্যাণকে' অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক কল্যাণ হল মানুষের সামগ্রিক পরিতৃপ্তি অথবা স্ব স্ব জীবনযাপনে পরিতৃপ্ত থাকার অবস্থা। মোট কথা, প্রগতি পরিমাপে যেটা জরুরি সেটি হল উন্নয়নের অ-পার্থিব (non-material) উপাদানসমূহের সন্নিবেশকরণ।

মোট জাতীয় উৎপন্ন (GNP অথবা GDP) অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে যে ব্যর্থ এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সামাজিক মঙ্গল বা কল্যাণ (Social Well-being) নির্ধারণে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি গুরুত্ব প্রদানের কথা বর্তমানে উচ্চারিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি পরিমাপে GNP বা GDP বা বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের বিষয়গুলি যেমন ব্যবহৃত হবে তেমনি 'পরিতৃপ্তি লাভের প্রচেষ্টা' (pursuit of happiness) ও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভুটান দেশে অর্থনৈতিক বিকাশ বা উন্নয়নের স্তর পরিমাপে GNP/GDP-র পরিবর্তে 'মোট জাতীয় পরিতৃপ্তির' (Gross National Happiness বা GNH) ধারণাটির ব্যবহার করা হয়। একটি দেশের পরিতৃপ্তি বা সুখের স্তরটি তখনই লব্ধ হবে যদি প্রতিটি মানুষ মৌলিক মানব প্রয়োজনটুকু মেটাতে সক্ষম হবে। এই মৌলিক প্রয়োজনটুকু বলতে যথাযথ দৈহিক প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে বাসস্থান, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং ন্যায়পরায়ণতার (morality) বিষয়গুলিও বিবেচিত হয়।

এই GNH মাপকাঠিতে ২০০৭ সালে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম বিকাশশীল দেশ হিসাবে ভুটানকে চিহ্নিত করা হয়। ভুটানের জনগণের পরিতৃপ্তি বা সন্তোষের স্তরটি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে একদিকে দেশের ৬০ শতাংশ এলাকায় বনায়ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনুশাসন (decree) যেমন জারি করা হয়েছে তেমনি পর্যটনকে নিয়ন্ত্রণ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ হল পর্যটন পরিতৃপ্তির স্তরকে নামিয়ে দেয়। অর্থাৎ, জাতীয় পরিতৃপ্তি বা সন্তুষ্টির স্তর নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচারে ধ্বংস না করে তা যুক্তিযুক্তভাবে ব্যবহারের ওপর।

[ভুটানের ২০০৫ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় যে মাত্র ৩ শতাংশ ভুটানবাসী অখুশি বা অসন্তুষ্ট বলে মতামত দেয় এবং প্রায় অর্ধেক মানুষ 'পরিতৃপ্ত' বলে মনে করে। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় যে এ ধরনের সমীক্ষা থেকে বিশেষ অন্তর্নিহিত বিষয় অধরাই থেকে যায়। কেননা, পরিতৃপ্তির স্তর পরিমাপ করার কাজটি সহজসাধ্য নয়। GNP বা দেশের জনগণের জীবদ্দশা বা সাক্ষরতা বা পুষ্টির স্তর যেমন পরিমাপযোগ্য তেমনটি কিন্তু পরিতৃপ্তির স্তরটি সহজেই পরিমাপযোগ্য নয়। সম্প্রতি স্নায়ু-বিজ্ঞানের সাহায্যে পরিতৃপ্তির মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে স্নায়ুতন্ত্র কীভাবে উত্তেজিত বা প্রশমিত হয় তা রেকর্ড করে পরিতৃপ্তি পরিমাপের কথা বলা হচ্ছে।]

ইতোমধ্যে কোস্টারিকা, কানাডা, ফ্রান্সের মতো ইং-ল্যান্ডেও পরিতৃপ্তি পরিমাপের ওপর গুরুত্ব আরোপের কথা বলা হচ্ছে। উদ্দেশ্য সামাজিক মঙ্গল পরিমাপ করা।

অর্থনৈতিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত উপাদানগুলি ৪ পৃষ্ঠায় ১.১ চিত্রে দেখানো হল।

১.২ প্রাথমিক প্রয়োজন-পূরণের নির্দেশকসমূহ (Indicators of Basic Needs)

বিকাশমান দেশগুলিতে দারিদ্র্যের অপসারণের লক্ষ্যটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। আর, এই লক্ষ্য পূরণে সাম্প্রতিক-কালের উন্নয়ন তত্ত্বে মৌলিক বা প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের লক্ষ্যটি স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে লাতিন আমেরিকার কয়েকজন তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের উদ্ভাবক। এই সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation বা ILO), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্মসংস্থান কর্মসূচি (United Nations Employment Programme), বিশ্ব ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান-গুলি এই ধারণাটিরও প্রয়োগ করে। অর্থনীতিবিদ পল স্ট্রিটেন (Paul Streeten) ১৯৮১ সালে বলেন, "প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের ধারণা মনে করিয়ে দেয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার লক্ষ্যই হল মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের সুযোগ করে দেওয়া।"

বিকাশমান দেশগুলির অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে প্রাথমিক প্রয়োজন-পূরণে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি অগ্রগতির পর্যাপ্ত শর্ত নয়। তবে, এ কথাও ঠিক যে মাথাপিছু আয়ের পর্যাপ্ত বিকাশ না ঘটলে প্রাথমিক প্রয়োজন-পূরণে পর্যাপ্ত

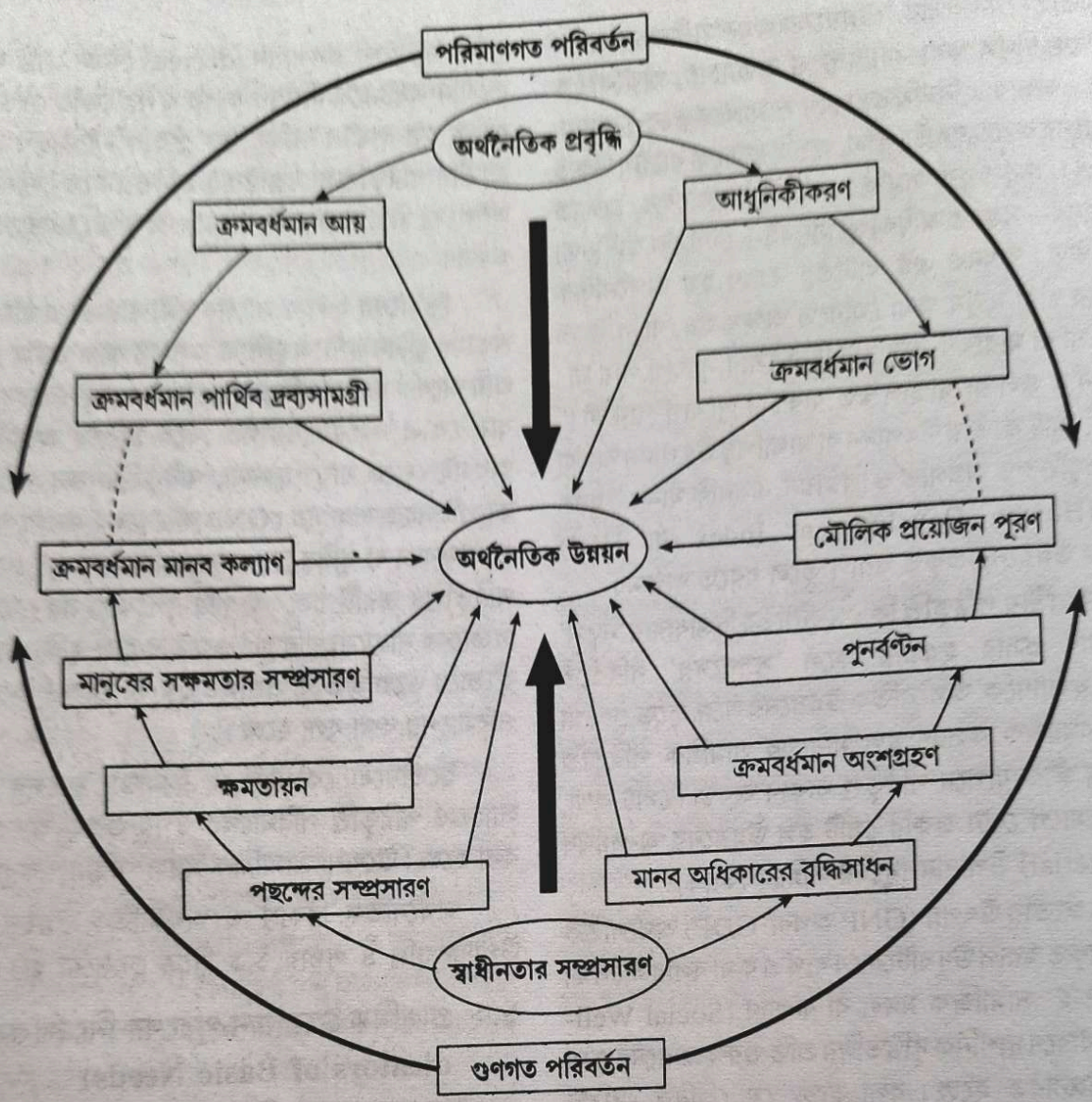

চিত্র ১.১ : অর্থনৈতিক বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থসংস্থানের সুযোগটি সীমিত হতে বাধ্য। তাই, মৌলিক প্রয়োজন-পূরণের লক্ষ্যটিকে যদি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তাহলে আর্থিক বিকাশের কর্মসূচিকে অবজ্ঞা করার কোনো অবকাশ থাকার কথা নয়।

মানবজীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন-পূরণের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক আছে যেগুলির মাধ্যমে একটি অর্থব্যবস্থার বঞ্চনার তীব্রতা পরিমাপ করা যায়। আমরা জানি, মানবিক প্রয়োজন মেটাতে প্রত্যেক মানুষেরই পণ্য ভোগের ধরনধারণ এক হতে পারে না—বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের পণ্যের প্রয়োজন হয়েই থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন পণ্যের গুরুত্ব বা প্রয়োজন বিভিন্ন। তাই ১৯৭০-এর দশকে উন্নয়নের অর্থনীতিবিদরা ৬টি প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের পন্থা অনুসরণের কথা বলেন। এগুলি হল : স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জল-সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধান বা অনাময়-ব্যবস্থা (sanitation), শিক্ষা এবং বাসস্থান। এই সমস্ত প্রাথমিক পণ্য ও সেবাসামগ্রীর সরবরাহ যথাযথ হলে দারিদ্র্য তথা বঞ্চনার তীব্রতা কম হবে। অথবা, যখন এই সমস্ত প্রাথমিক পণ্য ভোগ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয় বা এগুলির জোগানে অপর্যাপ্তি দেখা দেয় তখন আমরা বলি যে সমাজব্যবস্থা এক 'চূড়ান্ত অনুন্নতির' স্তরে আটকে আছে। যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মৌলিক কাজ হল এই অসহায়তা বা পণ্যের অলভ্যতা থেকে মুক্তি দেওয়া। স্বল্প আয়ের দরুন দরিদ্র জনগণ মৌলিক প্রয়োজনটুকু মেটাতে ব্যর্থ হয়। উন্নয়নের এই প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের পন্থাটির পেছনে অর্থনীতি-বিদরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি খাড়া করেছেন—

প্রথমত, যাদের উদ্দেশ্যে দ্রুত আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যটি রূপায়িত করা হয়; তাদের অধিকাংশই এর সুফলটুকু পেতে বঞ্চিত হয়। আয় বণ্টনে অসমতার জন্য মৌলিক প্রয়োজন-

পূরণেও অসাম্য দেখা দেয়। মুষ্টিমেয় ধনী লোকেরা প্রাথমিক পণ্যগুলি ক্রয় করতে সক্ষম। এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় পণ্য ভোগে সমাজের দরিদ্র লোকেরা অক্ষম। মোট কথা, আর্থিক বিকাশের সুফলটুকু সমভাবে বন্টিত হয় না; এটি ধনী শ্রেণির অনুকূলে থাকে।

দ্বিতীয়ত, আর্থিক দিক থেকে দুর্বল বা পশ্চাৎপদ ব্যক্তির উৎপাদনক্ষমতা ও আয় কিন্তু বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রাথমিক পণ্যের লভ্যতার ওপর। শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে ওই দেশে কৃষিজ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটত না যদি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা দুর্বল হত। শ্রীলঙ্কার জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল উন্নত ধরনের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা।

তৃতীয়ত, পরিধেয়ের ন্যূনতম বস্ত্রাদি, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি অপরিহার্য পণ্য ও সামাজিক পরিসেবার সরবরাহের সুযোগ না থাকলে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা সমভাবে উপকৃত হতে পারে না। ফলে এরা নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হয় এবং বৈষম্যের মাত্রা তীব্র হয়। আবার, পরিবারের মধ্যেও বৈষম্য কম নয়—মহিলা ও শিশু সন্তানেরা এইসব মৌলিক প্রয়োজনটুকু থেকে বঞ্চিত হয়।

চতুর্থত, ব্যয়ের ধরনধারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দরিদ্র লোকজন বিচক্ষণতার সঙ্গে তার নিতান্ত সীমিত আয়টুকু ব্যয় করতে অপারগ। শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে এরা যেমন ব্যয় করতে অসমর্থ, তেমনি তা অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয়িত হয় বলে এই সমস্ত প্রাথমিক পণ্যের ভোগ থেকে এরা বঞ্চিত হয়। এই কারণেই অর্থাৎ, ওই বঞ্চনা থেকে এদের মুক্তি দিতে হলে এগুলির সরবরাহ করার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

উপরিউক্ত ৬টি প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের বিষয়টিকে একটি তালিকার সাহায্যে উপস্থাপিত করা যেতে পারে :

- **স্বাস্থ্য** : জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু;
- **পুষ্টি** : মাথাপিছু ক্যালোরি সরবরাহ;
- **জলসরবরাহ** : জনসংখ্যার শতাংশে পানীয় জলের সুগম্যতা;
- **স্বাস্থ্যবিধান** : জনসংখ্যার শতাংশে স্বাস্থ্যবিধানের সুগম্যতা;
- **বাসস্থান** : জনসংখ্যার শতাংশে বাসস্থানের লভ্যতা;
- **শিক্ষা** : সাক্ষরতা—৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্তকরণ।

উল্লিখিত এই ৬টি পণ্যের প্রয়োজন দিয়ে প্রাথমিক প্রয়োজনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় উন্নততর। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবীয় বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়াই হল এই দৃষ্টিভঙ্গির আকর্ষণ বৃদ্ধি। কিন্তু, প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণ পন্থা নিয়ে তর্কবিতর্কও যথেষ্ট হয়েছে। বলা হয়ে থাকে এর কার্যকর প্রয়োগের সমস্যাটি বড়ো রকমের। ধনী-দরিদ্র প্রতিটি ব্যক্তির প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজনের স্তরটি নির্ধারণযোগ্য নয়। আবার, প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণে জোর দিলে প্রশ্ন ওঠে যে এটি কি বর্তমানেই মেটাতে হবে, না ভবিষ্যতের ওপর অধিকতর জোর দিতে হবে। বর্তমান *বনাম* ভবিষ্যৎ বিতর্কের ফলস্বরূপ উন্নয়নের এই দৃষ্টিভঙ্গিটির প্রয়োগগত অসুবিধা দেখা দেয়।

আবার, প্রাথমিক পণ্যের প্রয়োজন-পূরণ ও আর্থিক বিকাশের মধ্যে বিরোধও আছে। বলা হয়ে থাকে যে মৌলিক পণ্যগুচ্ছের প্রয়োজন-পূরণের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের অর্থ হল আর্থিক সম্পদের স্থানান্তর—বিনিয়োগ থেকে ভোগের অনুকূলে। স্বভাবতই বর্তমান ভোগ বেশি হলে (অর্থাৎ, প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের পন্থাটি গৃহীত হলে) আর্থিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। আবার, অনেকের মতে আয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হলে তা মানবীয় মূলধন গঠনের পর্যায়ভুক্ত হবে। মানবীয় মূলধন গঠনের ফলে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

আর্থিক বিকাশের অন্যতম শর্ত হল মানবীয় মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি। যেমন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ করলে তার থেকে প্রতিদান অনেক বেশি পাওয়া যায়। শিক্ষার উন্নতি ঘটলে স্বাস্থ্যের যেমন উন্নতি ঘটে, তেমনি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে শিক্ষারও উন্নতি ঘটে। পরিণামে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে।

তবে, বিরোধ যতই হোক না কেন, প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের পন্থা, শিল্পায়ন, অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি পরস্পরের পরিপূরক। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণ পন্থা অনুসৃত হলে তা পরিণামে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটাবে এবং আয় বণ্টনে সমতা এনে তা দারিদ্র্য তথা বঞ্চনার তীব্রতা হ্রাস করবে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদির সম্প্রসারণ ঘটলে উৎপাদনশীলতা ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়।

১.৩ স্বত্বাধিকার এবং সক্ষমতা অনুসারে উন্নয়নের সংজ্ঞা (Development Defined in Terms of Entitlement and Capability)

হলেও চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে এই দুটি দেশের সাফল্য অনেক উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনীয়। খাদ্যের স্বত্বাধিকারের সঙ্গে রোগমুক্তি ও পুষ্টিবৃদ্ধির দিকে নজর রাখা জরুরি। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো সেবাসামগ্রীতে স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে রোগ মুক্তি যেমন ঘটবে, তেমনি পুষ্টিলাভের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে তাই অমর্ত্য সেন স্বাধীনতাকে বা স্ব-ক্ষমতার বিকাশকেই বোঝান। দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, অশিক্ষা, অপুষ্টি, সামাজিক অসাম্য ইত্যাদি অ-স্বাধীনতা বা সামাজিক বিড়ম্বনা বা অধীনতা থেকে মুক্ত থাকাকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়। অধ্যাপক সেন তাঁর *Development as Freedom* গ্রন্থে বলেন : "Development requires the removal of major sources of unfreedom." সেনের মতে বর্তমান দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষই হল সব থেকে বড়ো বিড়ম্বনা বা পরাধীনতা। উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হল দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতার বিকাশ।

১.৪ মানব উন্নয়ন (Human Development)

অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে এবং বিশ্ব ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে অগ্রগতি বা অনুন্নতির স্তর পরিমাপ করা এক সময়ে রেওয়াজ ছিল। কার্যত, সাবেকি উন্নয়নের তত্ত্বে আর্থিক প্রসারের পরিমাপের মাপকাঠিটি হল মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন। এই পন্থা অনুযায়ী মাথাপিছু আয়ের হিসাব সঠিক হলেও দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আয় বণ্টনের সমস্যাগুলি উপেক্ষিতই থাকে। সুতরাং, মাথাপিছু আয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত সূচক নয়। তাই অর্থনীতিবিদরা বিকল্প পন্থা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন—যেমন, পল স্ট্রিটেনের প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের পন্থাটি। কিন্তু, এই পন্থাটির ভিত্তিতে অনগ্রসরতা বা উন্নতির স্তর পরিমাপের ত্রুটি থাকায় বিকল্প হিসাবে কোনও কোনও অর্থবিদ একটি সর্বাঙ্গীণ বা সামগ্রিক নির্দেশকের উল্লেখ করেন।

অর্থনীতিবিদ মরিস ডি. মরিস (M. D. Morris) মাথাপিছু আয় বা প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের পরিবর্তে জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু (life expectancy at birth), শিশু মৃত্যুর হার এবং সাক্ষরতার হারের এই তিনটি নির্দেশক নিয়ে তার যৌগিক সূচকের ভিত্তিতে একটি সামাজিক সূচক গঠন করেন। এই সামাজিক সূচকটিকে অধ্যাপক মরিস 'জীবনযাত্রার বাস্তব সহজাত বৈশিষ্ট্যমূলক গুণসূচক' (Physical Quality of Life Index বা PQLI) বলে চিহ্নিত করেন। এই সূচকটির মান ১ থেকে ১০০-র মধ্যে বিরাজ করবে। কোনও দেশের ওই সামাজিক সূচকটির ১ হওয়ার অর্থ হল 'চরম দুর্দশার অবস্থা' এবং ১০০ হওয়ার অর্থ হল 'চরম উৎকৃষ্টের অবস্থা'। গবেষণায় দেখা গেছে যে স্বল্প মাথাপিছু আয়বিশিষ্ট দেশের PQLI নিম্নস্তরে এবং উচ্চ মাথাপিছু আয়বিশিষ্ট দেশের PQLI উচ্চস্তরে থাকে।

তথাপি, গড় আয়ের স্তর এবং PQLI সূচকের মানের মধ্যে এ ধরনের সহগতির সম্পর্ক টানা সবসময় সঠিক হয় না। শ্রীলঙ্কা, চিন প্রভৃতি দেশের এই সূচকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ওই সমস্ত দেশে মাথাপিছু আয় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও PQLI সূচকটি অনেক উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনীয়। অন্যভাবে বলা যায় যে স্বল্প মাথাপিছু আয়েও জীবনযাত্রার গুণগত মান বেশি হওয়া সম্ভবপর। আবার, উচ্চ মাথাপিছু আয় হলেই যে গড় প্রত্যাশিত আয়ু, সাক্ষরতা এবং শিশু মৃত্যুর হার কম হবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই সমস্ত কারণেই ১৯৯০ সালে মানব উন্নয়নের প্রতিবেদনে (Human Development Report) সম্মিলিত জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme বা UNDP) মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI) গঠন করে বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্তর পরিমাপ করে। এই সূচকটির নানাবিধ পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হচ্ছে যাতে এক সর্বস্বীকৃত সূচক খুঁজে পাওয়া যায়।

মানব উন্নয়ন কী? উৎকৃষ্টতর জীবনযাত্রার মান পরিমাপের ব্যাপারে গড় আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে মানব উন্নয়ন সূচকটি বেশি গ্রহণীয়। একথা ঠিক যে বিভিন্ন ধরনের পণ্যভোগের অধিকার অর্জন করতে হলে আয়ের স্তরটি বেশি হওয়া জরুরি। তথাপি, মাথাপিছু আয়ের প্রসার মানব উন্নয়ন প্রসারে কতখানি কার্যকর হয়েছে সে ব্যাপারে অভিজ্ঞতা দেশভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। একথা ঠিক যে বহনক্ষম বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পেতে হলে মানব উন্নয়ন অত্যন্ত আবশ্যক।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) প্রদত্ত মানব উন্নয়নের সংজ্ঞাটি হল এইরূপ : মানব উন্নয়ন হল জনসাধারণের পছন্দের সম্প্রসারণের একটি প্রক্রিয়া ('a process of enlarging people's choices') যা শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়ের ওপরই নির্ভরশীল নয়। দীর্ঘ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জীবন, সুশিক্ষা ও পূর্ণ বা প্রায়-পূর্ণ সাক্ষরতা, স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রয়োজনমতো সম্প্রসারণ ইত্যাদি ঘটলে জীবনযাত্রার মানে অবশ্যই উন্নতি ঘটবে। এর সাথে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানব অধিকার ও আত্মসম্মানের নানাবিধ বিষয়-গুলিকেও পছন্দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই সমস্ত পছন্দ পূরণ অবশ্যই জরুরি। পছন্দ-সুযোগের অনু-

পস্থিতির দরুন মানব উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই মানব উন্নয়ন হল জনসাধারণের পছন্দ-তালিকার সম্প্রসারণ এবং জীবনযাত্রার বর্তমান স্তরের উন্নীতকরণের একটি প্রক্রিয়া। মনে রাখতে হবে পছন্দ সম্প্রসারণ বলতে শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়ের সম্প্রসারণ নয়; পছন্দ বলতে যাবতীয় ধরনের—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পছন্দের সম্প্রসারণকেই বোঝায়। সব মিলিয়েই মানব উন্নয়ন।

মানব উন্নয়নের এই দর্শানুপাত থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি বিস্তৃত হয় : অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মানুষের সক্ষমতার প্রসার ঘটে। অমর্ত্য সেনের দেওয়া সংজ্ঞার ভিত্তিতেই মানব উন্নয়নের প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে স্বাধীনতার বিস্তৃতিকে একীকরণ করা হয়েছে।

১.৪.১ মানব উন্নয়নের প্রধান উপাদানসমূহ (Essential Components of Human Development)

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মহবুল উল হক (Mahbul ul Haq) মানব উন্নয়ন ধারণার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর মতে মানব উন্নয়নের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। এগুলি হল—সাম্য (equity), বহনক্ষমতা (sustainability), উৎপাদনশীলতা (productivity) এবং ক্ষমতায়ন (empowerment)। আমরা এখন মানব উন্নয়নের এই উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

• **সাম্য :** উন্নয়ন বলতে যদি পছন্দের সম্প্রসারণকে বোঝায় তাহলে সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে দেশের জনগণের প্রত্যেকের সমভাবে তা ভোগ করা বা অধিগত করার স্বাধীনতা থাকা চাই। সুযোগসুবিধা অধিগত করার ক্ষেত্রে সাম্য অর্জন করতে হলে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন আসা জরুরি। পরিবর্তনগুলি নিম্নলিখিত দিকে সংঘটিত হতে পারে : (ক) ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে উৎপাদনশীল সম্পদ তথা জমির বণ্টন দরিদ্রদের অনুকূলে আনা; (খ) নানাবিধ অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটানো (যেমন, ধনিক শ্রেণির আয়ের ওপর উচ্চহারে কর বসিয়ে তা দরিদ্র শ্রেণির অনুকূলে স্থানান্তর করা) ; (গ) রাজনৈতিক সুযোগসুবিধার বণ্টন ঘটানো যাতে প্রত্যেকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মতামত প্রদানের স্বাধীনতা সমভাবে ভোগ করে; (ঘ) মহিলা বা ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যাতে উপেক্ষিত না হয়ে সমান সুযোগসুবিধা পায় সেই উদ্দেশ্যে সামাজিক আইনগত বাধা অপসারণ করা। এইভাবে শক্তি সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে সুযোগসুবিধা অধিগত করার ক্ষেত্রে সাম্য অর্জন সম্ভবপর। অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সুযোগসুবিধার সমভাবে সম্প্রসারণ পরিণামে মানব উন্নয়নের স্তরকে ওপরের দিকে তুলে দেবে।

• **বহনক্ষমতা বা স্থিতিশীলতা :** মানব উন্নয়নের অন্যতম দিক হল যে উন্নয়ন যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় যাতে উন্নয়নের সুফল বর্তমান প্রজন্ম তো বটেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মও পেয়ে থাকে। বহনক্ষম বা টেকসইযোগ্য উন্নয়নের একটি উপাদান হল মানব উন্নয়ন। মানব উন্নয়নও হওয়া চাই দীর্ঘস্থায়ী যাতে বর্তমান প্রজন্মের অভাব পূরণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অভাব-অভিযোগ পূরণ করা যায়। মোট কথা, বহনক্ষম মানব উন্নয়নের মূল বক্তব্য হল মানুষ-সম্বন্ধীয় আন্তঃপ্রজন্ম সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ। এমনটি ঘটাতে হলে প্রাকৃতিক, মানবীয়, আর্থিক, পরিবেশগত মূলধনের দীর্ঘস্থায়ী সম্প্রসারণ চাই। মোট কথা, বহনক্ষম মানব উন্নয়নের অর্থই হল বণ্টনগত সাম্য—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে উন্নয়নের সুবিধার বিভাজন বা বণ্টন এবং অন্তর্প্রজন্ম (intrageneration) এবং আন্তর্প্রজন্ম (inter-generation) উন্নয়ন সুবিধার সুনিশ্চিতকরণ ঘটালে বণ্টনগত সাম্য অর্জন সম্ভবপর। মনে রাখা দরকার যে, বহনক্ষম উন্নয়নে সুযোগসুবিধার সমভাবে সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে, যাতে কোনও মানুষ বা বিশেষ গোষ্ঠী বঞ্চনার শিকার না হয়। দারিদ্র্য ও বঞ্চনার তথা অসাম্যের উপস্থিতিতে উন্নয়ন বহনক্ষম বা টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। মানব উন্নয়ন অবিরাম বা ধারাবাহিক হতে হলে মানব দুনিয়া থেকে অসাম্যের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে।

• **উৎপাদনশীলতা :** মানব উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হল উৎপাদনশীলতা। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে মানবীয় মূলধন গঠন অবশ্য প্রয়োজনীয়। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন এক ধরনের অনুকূল সমষ্টিগত পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে দেশের মানুষ তাদের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও সুযোগের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। আর্থিক বিকাশ হল মানব উন্নয়নেরই একটি উপধারা যা প্রয়োজনীয় কিন্তু সামগ্রিক কাঠামোর বর্ণনায় ব্যর্থ। মানব উন্নয়নের এই অংশে মানবসম্পদকে শুধুমাত্র উন্নয়নের উপায় হিসাবে দেখা হয়। তাই উৎপাদনশীলতা হল মানব উন্নয়নের একটি অংশমাত্র।

• **ক্ষমতায়ন :** পরিশেষে, ক্ষমতায়ন হল মানব উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বেচ্ছায় পছন্দভোগের স্বাধীনতা বা সুযোগের নামই হল ক্ষমতায়ন। অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পছন্দ নির্বাচনে স্বাধীনতা বা সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটলে ক্ষমতায়নের বিস্তৃতি ঘটে। নিয়ন্ত্রণ,

অনুশাসনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার যেমন সংকোচন ঘটে, তেমনি গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে বা বিকৃতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসগুলি বিশেষভাবে কোনও ব্যক্তি বা দলের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। পছন্দের স্বাধীনতায় পক্ষপাতিত্ব থাকলে বা নিয়ন্ত্রণ বিধি ও আইনের অনুশাসন বলবৎ থাকলে বৈষম্য দেখা দেবে। ক্ষমতায়নের অভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। নিয়ন্ত্রণ ও আইনের জটিলতা যেমন অর্থনৈতিক দক্ষতাকে নামিয়ে দেয়, তেমনি চাহিদা ও জোগানে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। আর, এই অসামঞ্জস্য জন্ম দেয় দুর্নীতি, কালোবাজারি ইত্যাদির। সব মিলিয়ে নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে স্বল্প উৎপাদনশীলতার সম্পর্কটি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজন হল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুনিশ্চিতকরণ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে জনসাধারণ নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারে। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষ স্বাধীনতা পাবে।

মোট কথা, ক্ষমতায়নের অর্থই হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যাতে শাসনের সুফলটুকু সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক-সামাজিক অসাম্যের মূলে যেমন কুঠারাঘাত করা যাবে, তেমনি গণতন্ত্রের গুণগত মানের বৃদ্ধি ঘটবে। এমনটি ঘটলে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে একই সারিতে অবস্থান করে, সুযোগসুবিধার দিক থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের মতাদি প্রকাশে সক্ষম হবে। তাই ক্ষমতায়নই হল গণতন্ত্রের সাফল্যের চাবিকাঠি।

এই প্রসঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটি টানা যেতে পারে। সাধারণত দারিদ্র্য, স্বল্প-শিক্ষা, নিয়োগের স্বল্প সুযোগ, সামাজিক চলনশীলতার অভাব ইত্যাদি বোঝাগুলির একটি মোটা অংশ বিকাশমান দেশের মহিলাদের বহন করতে হয়। তাই মহিলাদের ক্ষমতায়ন সৃষ্টি করা জরুরি। এদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান প্রভৃতি বাড়িয়ে দিলে পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করে তোলা সম্ভবপর। নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে নারীর ক্ষমতায়নের পাঁচটি উপাদান আছে : (ক) নারীদের শিক্ষা, (খ) মহিলাদের সম্পত্তির মালিকানা, (গ) শ্রমের বাজারে মহিলাদের অবস্থান, (ঘ) মহিলাদের কাজের সুযোগসুবিধা এবং (ঙ) মহিলাদের চাকরি সম্পর্কে পরিবার ও সমাজের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি। মোট কথা, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য প্রকট বলেই নারীদের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন ব্যাহত হবে তেমনি সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হবে। সামগ্রিক উন্নয়নে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন। ১৯৯৫ সালের মানব উন্নয়নের প্রতিবেদনটিতে বলা হয় : "লিঙ্গ-ভিত্তিক না হলে মানব উন্নয়ন বিপন্ন হবে।" ("Human Development, if not engendered, is endangered.") নারীর ক্ষমতায়ন সূচক যত উচ্চ হবে মানব উন্নয়ন সূচকও তত বেশি হবে।

১.৪.২ মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)

মানব উন্নয়ন সূচকের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি বা বিকাশের মানক্রম (rank) নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ, এই সূচকের সাহায্যে গঠিত মানক্রম অনুসারে বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির স্তরটি তুলনা করা সহজতর হয়। মানব উন্নয়ন সূচকটি তিনটি নির্দেশকের ভিত্তিতে গঠন করা হয়। এগুলি হল: প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (longevity), জ্ঞান বা শিক্ষাগত সাফল্য (educational attainment) এবং জীবনযাত্রার মান (standard of living)। আয়ুষ্কালের নির্দেশকটি জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ুর মাধ্যমে, দ্বিতীয় নির্দেশকটি সাক্ষরতা এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির অনুপাতের (enrolment ratio) মাধ্যমে এবং তৃতীয় নির্দেশকটি আন্তর্জাতিক স্তরে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে বা মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে

সারণি ১.১ : HDI হিসাবের গোলপোস্ট

নির্দেশক	সর্বোচ্চ মান	ন্যূনতম মান
জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর)	৮৫	২৫
প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার (%)	১০০	০
মোট নথিভুক্তির অনুপাত (%)	১০০	০
মাথাপিছু মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন (মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে)	৪০,০০০	১০০

নির্ধারিত মাথাপিছু আয়ের মাধ্যমে (internationally adjusted purchasing power-led per capita income) পরিমাপ করা হয়।

মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত প্রতিটি নির্দেশক বা চলকে স্থির সর্বোচ্চ মান এবং ন্যূনতম মান ধরে নেওয়া হয়। যেমন, জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত জীবদ্দশার সর্বোচ্চ এবং ন্যূনতম মান হল যথাক্রমে ৮৫ এবং ২৫ বছর। প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হারের সর্বোচ্চ এবং ন্যূনতম মানের বিস্তৃতি হল ০ থেকে ১০০ শতাংশ। শিক্ষাক্ষেত্রে মোট নথিভুক্তির অনুপাতটিও ০ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে বিরাজ করে এবং প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান হল ১০০ ডলার থেকে ৪০,০০০ ডলার।

মানব উন্নয়ন সূচকের যে-কোনো নির্দেশকের সূচক গঠনের সাধারণ সূত্রটি হল :

$$\text{বিস্তার সূচক} = \frac{\text{প্রকৃত মান} - \text{ন্যূনতম মান}}{\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{ন্যূনতম মান}}$$

প্রতিটি নির্দেশকের সূচকের মান ০ থেকে ১-এর মধ্যে বিরাজ করে। যদি নির্দেশকটির প্রকৃত মান ন্যূনতম মানের সমান হয় তাহলে ওই নির্দেশকটির সূচক হবে শূন্য। অথবা, নির্দেশকটির প্রকৃত মান যদি সর্বোচ্চ মানের সমান হয় তাহলে নির্দেশকটির সূচক হবে ১।

ধরা যাক, ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতবর্ষের জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ৬৫.৩ বৎসর। বা যেতে পারে এখন সূচক নির্ধারণের সাধারণ সূত্রটি প্রয়োগ করে।

জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ুর সূচক

$$= \frac{৬৫.৩ - ২৫}{৮৫ - ২৫} = \frac{৪০.৩}{৬০} = ০.৬৭১$$

অনুরূপভাবে, প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ৬৫·৪ হলে ওই

$$\text{সাক্ষরতার হারের সূচক} = \frac{৬৫.৪ - ০}{১০০ - ০} = \frac{৬৫.৪}{১০০}$$
$$= ০.৬৫৪$$

আবার, মোট ভর্তি বা নথিভুক্তির অনুপাত ৫৬ হলে ওই মোট নথিভুক্তির অনুপাত সূচক

$$= \frac{৫৬ - ০}{১০০ - ০} = \frac{৫৬}{১০০} = ০.৫৬$$

এই দুটি সূচকের (সাক্ষরতার হারের সূচক ও নিয়োগ-অনুপাত সূচক) যোগফলই হল শিক্ষাগত সাফল্যের সূচক। এই সূচকটি পেতে হলে সাক্ষরতার হারের সূচককে $^{২}/_{৩}$ দিয়ে এবং নথিভুক্তির অনুপাত সূচকটিকে $^{১}/_{৩}$ দিয়ে গুণ করা হয়। অর্থাৎ,

শিক্ষা সূচক

$$= ২/৩\ (০.৬৫৪) + ১/৩\ (০.৫৬০)$$
$$= ০.৪৩৬ + ০.১৮৬ = ০.৬২২$$

যদি ভারতবর্ষের ২০০৮ সালে মাথাপিছু প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপন্ন ২,২৪৮ ডলার হয় তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বয়িত (internationally adjusted) মাথাপিছু প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপন্নের সূচকটি হবে :

মোট জাতীয় উৎপন্ন সূচক

$$= \frac{\log(২,২৪৮) - \log\ (১০০)}{\log(৪০,০০০) - \log\ (১০০)}$$

$$= \frac{১.৩৫২}{২.৬০২} = ০.৫১৯$$

মানব উন্নয়ন সূচক হল উপরিলিখিত তিনটি সূচকের গড় যোগফল যার ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন দেশের মানক্রম বা মর্যাদামান সাজাতে পারি।

২০০৮ সালে ভারতবর্ষের মানব উন্নয়ন সূচক :

$$= \frac{০.৬৭১ + ০.৬২২ + ০.৫১৯}{৩}$$

$$= \frac{১.৮১৩}{৩} = ০.৬০৪$$

এই মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এই সূচকটি ০ থেকে ১-এর মধ্যে থাকে। HDI যদি শূন্য হয় তাহলে মানব উন্নয়নের স্তরটি ন্যূনতম এবং HDI যদি এক হয়, তাহলে মানব উন্নয়নের স্তরটি সর্বোচ্চ বলে মনে করা হবে।

১.৪.৩ মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Countries According to Human Development Index—HDI)

HDI মানক্রম অনুসারে পৃথিবীর যাবতীয় দেশকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় : নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচকবিশিষ্ট দেশ যাদের সূচকট ০.০০ থেকে ০.৪৯৯-এর মধ্যে থাকে, মাঝারি মানব উন্নয়ন সূচকবিশিষ্ট দেশ যাদের সূচকটি ০.৫০০ থেকে ০.৭৯৯-এর মধ্যে এবং উচ্চ মানব উন্নয়ন সূচকবিশিষ্ট দেশ যাদের ওই সূচকটি ০.৮০০ থেকে ১.০০-এর মধ্যে বিরাজ করে।

সারণি ১.২ : নির্বাচিত কয়েকটি দেশের HDI মানক্রম

দেশ	মানব উন্নয়ন সূচক (২০১০)	মানব উন্নয়ন মানক্রম (২০১০)	মাথাপিছু জাতীয় উৎপন্ন (ডলারে) (২০১০)
১. উচ্চ মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশ (০.৮০০ অথবা তার বেশি) [সাকুল্যে ৮৫টি দেশ]			
কানাডা	০.৮৮৮	৮	৩৮,৬৮৮
নরওয়ে	০.৯৩৮	১	৫৮,৮১০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	০.৯০২	৪	৪৭,০৯৪
জাপান	০.৮৮৪	১১	৩৪,৬৯২
২. মাঝারি মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশ (০.৫০০-০.৭৯৯) [৪২টি দেশ]			
থাইল্যান্ড	০.৬৫৪	৯২	৮,০০১
শ্রীলঙ্কা	০.৬৫৮	৯১	৪,৮৮৬
চিন	০.৬৬৩	৮৯	৭,২৫৮
ভারত	০.৫১৯	১১৯	৩,৩৩৭
৩. নিম্ন মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশ (<০.৫০০) [৩২টি দেশ]			
সেনেগাল	০.৪১১	১৪৪	১,৮১৬
বুরুন্ডি	০.২৮২	১৬৬	৪০২
কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র	০.২৩৯	১৬৮	২৯১
নাইজার	০.২৬১	১৬৭	৬৭৫
জিম্বাবয়	০.১৪০	১৬৯	১৭৬

সূত্র : Human Development Report, ২০১০, UNDP

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের ২০০১ সালের জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ভারতের সব ক-টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির (বর্তমানে ৩৫টি) মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) এবং মানক্রম তুলে ধরে। ২০০৬ সালে কেরলের HDI মান ছিল ০.৭৭৫ এবং মানক্রমের দিক থেকে এই রাজ্যটি দ্বিতীয়। চণ্ডিগড় প্রথম স্থান দখল করে এবং HDI মান ছিল ০.৮০১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্থান মানক্রম অনুসারে ছিল বাইশতম এবং HDI মান ছিল ০.৪০৪। অবশ্য, এটি ভারতীয় গড়ের (০.৬৪৮) তুলনায় কম। বিহারের স্থান তালিকার সর্বনিম্নে (HDI মানক্রম অনুসারে ৩৫-তম) এবং HDI মান হল (০.৫৫২)।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মানব উন্নয়ন সূচক ছাড়াও লিঙ্গ-সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক (gender-related development index বা GDI), লিঙ্গ ক্ষমতায়ন পরিমাপ (gender empowerment measure বা GEM), লিঙ্গ সমতা সূচক (gender equality index বা GEI), মানব দারিদ্র্য সূচকের (human poverty index বা HPI) কথা বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষের মৌলিক মানবীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাপ করা হয় প্রথম সূচকটির সাহায্যে, মহিলাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষমতায়নের পরিমাপ করা হয় দ্বিতীয় সূচকটির সাহায্যে এবং বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার পরিমাপ করা হয় তৃতীয় সূচকটির সাহায্যে।

২০১০ সালে UNDP-নির্ধারিত 'বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের, (Multi-dimensional Poverty Index বা MPI) কথা বলা হয়েছে। বহুমাত্রিক এই দারিদ্র্য সূচকটি শিক্ষালাভ থেকে স্বাস্থ্য ফলাফল এবং তা থেকে সম্পদ অর্জন এবং পানীয় জল, শৌচালয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার থেকে জনসাধারণের 'বঞ্চনার' (deprivations) ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র ভোগব্যয় স্তরের ভিত্তিতেই দারিদ্র্যের পরিমাণ নির্ধারণ না করে উপর্যুক্ত বিষয়গুলিও দারিদ্র্য তথা বঞ্চনার প্রতীক। তাই, এই সূচকটিকে 'বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালের উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে সমগ্র বিশ্বের দরিদ্র ব্যক্তির অর্ধেকেরও বেশি (৫১ শতাংশ) দরিদ্র মানুষ বসবাস করে দক্ষিণ এশিয়াতেই।

সংখ্যার নিরিখে অঙ্কটি হল ৮৪.৪ কোটি। এক-চতুর্থাংশেরও বেশি (২৮ শতাংশ বা ৪৫.৮ কোটি) দরিদ্র মানুষের ভিড় আফ্রিকা মহাদেশে। আর, ভারতের ৮টি রাজ্যে (যেমন, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ) ৪২ কোটিরও বেশি দরিদ্র মানুষের বাস—এই সংখ্যাটি আফ্রিকা মহাদেশের ২৬টি দরিদ্রতম দেশের দরিদ্র লোকসংখ্যার (৪১ কোটি) তুলনায় বেশি।

উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে ভারতের ক্ষেত্রে 'বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক'টি হল ০.২৯৬ এবং মানক্রম অনুসারে ভারতের অবস্থান হল ১১৯-তম।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, মানব উন্নয়ন সূচকটি কিন্তু আদৌ কোনও 'সামগ্রিক' সূচক নয়। কারণ হল যে এই সূচকটিতে মানব উন্নয়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেমন, বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনও

সারণি ১.৩ : নির্বাচিত কয়েকটি দেশের মানব উন্নয়ন সূচক ও লিঙ্গ উন্নয়ন সূচক (২০১০ সাল)

দেশ	মানব উন্নয়ন সূচক		মানব উন্নয়ন মানক্রম		লিঙ্গ উন্নয়ন সূচক		লিঙ্গ উন্নয়ন মানক্রম	
	২০০০	২০১০	২০০০	২০১০	২০০০	২০০৭	২০০০	২০০৭
নরওয়ে	০.৯০৬	০.৯৩৮	১	১	০.৯৪১	০.৯৬১	৩	১
অস্ট্রেলিয়া	০.৯১৪	০.৯৩৭	৫	২	০.৯৫৬	০.৯৬৬	১	৩
শ্রীলঙ্কা	—	০.৬৫৮	৮৯	৯১	০.৭৩৭	০.৭৫৬	৭০	৮৩
চিন	০.৫৬৭	০.৬৬৩	৯৬	৮৯	০.৬৯৯	০.৭৭০	৭৭	৭৫
ভারত	০.৪৪০	০.৫১৯	১২৪	১১৯	০.৫৬০	০.৫৯৪	১০৫	১১৪
পাকিস্তান	০.৪১৬	০.৪৯০	১৩৮	১২৫	০.৪৬৮	০.৫৩২	১২০	১২৪

সূত্র : Human Development Report, ২০১০, *UNDP; Economic Survey*, ২০০৬-০৭ ভারত সরকার

ব্যক্তির অংশগ্রহণে দক্ষতা বা যোগ্যতা তথা স্বাধীনতার সূচক। কিন্তু, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ওই ব্যক্তির (তিনি ধনী ও শিক্ষিত হতে পারেন) যোগ্যতা হয়তো নেই বা এ ধরনের স্বাধীনতা থেকে তিনি হয়তো বঞ্চিত। এই কারণে ১৯৯১ সালে 'মানব স্বাধীনতা সূচক' (Human Freedom Index) এবং ১৯৯২ সালে 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা সূচক' (Political Freedom Index) প্রভৃতি ধারণা দুটি বিভিন্ন কারণে (প্রধানত স্বাধীনতা পরিমাপে) পরিত্যক্ত হয়।

সবশেষে, একটা কথা বলা প্রয়োজন। মানব উন্নয়নই সমস্ত কিছুর মাপকাঠি, আর্থিক বিকাশ গুরুত্বহীন এমন মনে করা কিন্তু আদৌ সমীচীন নয়। মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপায়ই হল অর্থনৈতিক বিকাশ। অর্থনৈতিক বিকাশে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হলে এবং তা কিছুদিন স্থায়ী হয়ে নিম্নমুখী আর্থিক বিকাশ পরিস্ফুট হলে অনিবার্যভাবেই মানব উন্নয়নেও নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দেবে।

১.৪.৪ আয়ভিত্তিক এবং HDI-ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Income-based and HDI-based Classifications)

অর্থনৈতিক তথ্য এবং সামাজিক তথ্য এক সারিতে এনে HDI-এর সাহায্যে আমরা বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্তরের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাই। HDI পদ্ধতির একটি বড়ো গুণ হল যে মাথাপিছু আয় স্বল্প হলেও যে-কোনও দেশ প্রত্যাশার তুলনায় মানব উন্নয়ন সূচকটিকে ওপরে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। অথবা, মাথাপিছু আয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও মানব উন্নয়নের প্রেক্ষিতে যে-কোনও দেশ কম সাফল্য অর্জন করতে পারে। মানব উন্নয়ন সূচকের বৃদ্ধি ঘটার অর্থই হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশের জনগণের মধ্যে ওই উন্নয়নের সুফলের ন্যায়সংগত বণ্টন। সূচকের উন্নতি ঘটলে পছন্দের সম্প্রসারণ ঘটে।

২০১০ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ১৬৯টি দেশের মানক্রম দেখানো হয়, যার মধ্যে ৮৫টি দেশ উচ্চ মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশ, ৪২টি মাঝারি উন্নয়নবিশিষ্ট এবং ৩২টি স্বল্প মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি থেকে নিম্নলিখিত আরও তিনটি বিষয় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

প্রথমত, নরওয়ের (৫৮, ৮১০ ডলার মাথাপিছু আয়) পরেই দ্বিতীয় ধনী দেশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে

(৪৭,০৯৪ ডলার) চিহ্নিত করা হলেও আয় মানক্রমের পরিবর্তে মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) মানক্রম অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ স্থানে আছে। আবার, চিলি, পোল্যান্ড, বারবাদোস, পর্তুগাল এবং মালতার মতো উচ্চ HDI-বিশিষ্ট দেশগুলির HDI মানক্রম আয় মানক্রমের তুলনায় অনেক উচ্চে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই HDI মানক্রমে ঊর্ধ্বগতি লক্ষ করা গেছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে HDI মানক্রমে উন্নতি ঘটে চলেছে। তবে, অব-সাহারা আফ্রিকায় বিপরীত-মুখী প্রবণতা—HDI মানক্রমে অবনতি—খুব স্পষ্ট। অন্তত, ১৮টি দেশের HDI মানক্রমে অবনতি ঘটেছে। বর্তমানে নিম্ন এমন HDI-বিশিষ্ট ৩২টি দেশের মধ্যে ২২টি দেশই অব-সাহারা আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত দেশ।

তৃতীয়ত, ১৬৯টি দেশের মধ্যে HDI মানক্রম অনুসারে ভারতের অবস্থান ১১৯-তম। ২০০০ এবং ২০০৪ সালের তুলনায় (যথাক্রমে ১২৪ এবং ১২৬) বর্তমান সময়ে ভারতের HDI মানক্রমে উন্নতি ঘটেছে। এমনটি শ্রীলঙ্কা ও চিনের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। তথাপি, চিন, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপের তুলনায় ভারত অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

মোট কথা, এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে মানব উন্নয়ন পরিমাপে মাথাপিছু আয়ের ব্যবহার বিভ্রান্তিপূর্ণ। মানব উন্নয়ন একটি সামগ্রিক উন্নয়নের চেহারা তুলে ধরে। সামাজিক অগ্রগতির নমুনা মানব উন্নয়নেই প্রতিফলিত হয়। কোনও দেশের মানব উন্নয়ন সূচকের মানক্রম মাথাপিছু আয় মানক্রমের তুলনায় যদি বেশি হয়, তাহলে দেশটির অগ্রগতি সঠিক পথেই পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ, সামাজিক অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি কার্যকর হচ্ছে এবং মানব উন্নয়নের পর্যাপ্ত ভিত গঠন করা হচ্ছে, যা পরিণামে অর্থনৈতিক বিকাশের পথটি আরও সুগম করবে। এমতাবস্থায়, এই দেশগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে পারে। বিপরীতদিকে, মাথাপিছু আয়ের তুলনায় মানব উন্নয়ন সূচকটি নিম্নমানের হলে বলা যায় যে সমভাবে জাতীয় আয় বণ্টিত হচ্ছে না। সুতরাং, দেশটির উচিত হল সামাজিক অগ্রাধিকারসমূহ নির্দিষ্ট করে সামাজিক অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

প্রশ্নাবলি (উত্তর-সংকেতসহ)

১। অর্থনৈতিক বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা দুটির মধ্যে পার্থক্য করো।
উ. ১.১

২। উন্নয়নের প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের পক্ষে যে যে যুক্তি দর্শানো হয়ে থাকে, সেগুলি ব্যাখ্যা করো।
উ. ১.২

৩। স্বত্বাধিকার ও সক্ষমতার ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করো। এই ধারণা দুটির সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও।
অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে স্বত্বাধিকার এবং সক্ষমতার বিষয় দুটি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত ?
উ. ১.৩

৪। খাদ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়াতে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই—ব্যাখ্যা করো।
উ. ১.৩.১

৫। মানব উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? মানব উন্নয়নের প্রধান উপাদানসমূহের বর্ণনা করো।
উ. ১.৪ এবং ১.৪.১

৬। মানব উন্নয়ন সূচক গঠনের সূত্রটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
উ. ১.৪.২

৭। মানব উন্নয়ন সূচক ও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশগুলির শ্রেণিবিভাগে যে সমস্ত পার্থক্য ফুটে ওঠে, সেগুলি বলো।
উ. ১.৪.৩ এবং ১.৪.৪